রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, ডিসেম্বর ৪, ২০০২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২০ অগ্রহায়ণ ১৪০৯/৪ ডিসেম্বর ২০০২

এস, আর, ও নং ৩৪০-আইন/২০০২/প্রজেই-৩/ইউপি-৮৩/৯২(অংশ-১)—Local Government (Union Parishads) Ordinance, 1983 (Ord.No. LI of 1983) এর section 83 এর সহিত পঠিতব্য section 24 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**।—এই বিধিমালা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালা, ২০০২ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই আচরণ বিধিমালায়,—

(ক) "নির্বাচন" অর্থ কোন ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার বা চেয়ারম্যানের নির্বাচন বা উপ-নির্বাচন ;

(খ) "নির্বাচন-পূর্ব সময়" অর্থ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার তারিখ হইতে ফলাফল ঘোষণার তারিখ (উভয় তারিখসহ) পর্যন্ত সময় ;

(গ) "প্রার্থী" অর্থ কোন ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার বা চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করিয়াছেন এমন কোন ব্যক্তি ;

(ঘ) "সরকারী" অর্থ সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন কোন কিছু।

৩। **নির্দলীয় নির্বাচন**।—ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন রাজনৈতিক দলভিত্তিক নহে এবং নির্বাচনী প্রচারণায় কোন রাজনৈতিক দলের নাম, প্রতীক অথবা কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নাম বা ছবি ব্যবহার করা যাইবে না।

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

৪। **প্রতিষ্ঠানের চাঁদা, অনুদান প্রদান ইত্যাদি নিষিদ্ধ।**—নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর হইতে ভোট গ্রহণের দিন পর্যন্ত কোন প্রার্থী কর্তৃক কিংবা তাঁহার পক্ষ হইতে অন্য কোন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান বা প্রদানের অংগীকার করিবেন না।

৫। **সরকারী সার্কিট হাউস, ডাক-বাংলো, রেষ্ট-হাউস ইত্যাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ।**—কোন প্রার্থী নির্বাচন-পূর্ব সময়ে সরকারী ডাক-বাংলো, রেষ্ট হাউস, বা সার্কিট হাউস-এ অবস্থান করিতে পারিবেন না।

৬। **নির্বাচনী প্রচারণা।**—নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে সকল প্রার্থী এবং তাহার পক্ষে প্রচারণায় অংশগ্রহণকারী অন্যান্য ব্যক্তি নিম্নবর্ণিত নীতিমালা অনুসরণ করিবেন, যথা ঃ

(ক) প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রার্থী নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার থাকিবে, প্রতিপক্ষের কোন সভা, মিছিল এবং অন্যান্য প্রচারাভিযান পন্ড করা বা উহাতে বাধা প্রদান করা যাইবে না ;

(খ) কোন প্রার্থীর পক্ষে আয়োজিত জনসভা বা মিছিলের দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে পূর্বেই স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ এবং প্রতিপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে ;

(গ) পুলিশ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত জনগণের জন্য ব্যবহার্য কোন সড়কে কোন জনসভা করা যাইবে না ;

(ঘ) কোন সভা, সমাবেশ বা মিছিলে বাধাদানকারী বা অন্য কোনভাবে গোলযোগ সৃষ্টিকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রার্থী বা অন্য কোন ব্যক্তি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার শরণাপন্ন হইতে পারিবেন, নিজেরা কোন সহিংস বা অন্যবিধ প্রতিশোধকমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন না ;

(ঙ) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন প্রার্থী বা তাঁহার পক্ষে অন্য কেহ নির্বাচনী কাজে সরকারী প্রচার যন্ত্র, সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী বা সরকারী যানবাহন ব্যবহার অথবা অন্য কোন প্রকার সরকারী সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবেন না ;

(চ) নির্বাচনী প্রচারের উদ্দেশ্যে কোন তোরণ বা গেট নির্মাণ, আলোকসজ্জা অথবা জাঁকজমকপূর্ণ প্রচারণা করা যাইবে না ;

(ছ) কোন প্রার্থীর পোষ্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিলের উপর অন্য কোন প্রার্থীর পোষ্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিল লাগানো যাইবে না এবং উক্ত পোষ্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিলের কোন প্রকার ক্ষতি সাধন তথা বিকৃত বা বিনষ্ট করা যাইবে না ;

(জ) কোন চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের সদস্য ও সংরক্ষিত আসন ব্যতীত সদস্য প্রার্থীর জন্য যথাক্রমে নয়টি, ছয়টি ও তিনটির অধিক নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করা যাইবে না এবং কোন সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করা যাইবে না ; নির্বাচনী ক্যাম্প যথাসম্ভব অনাড়ম্বর হইতে হইবে, নির্বাচনী ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনরূপ খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করা যাইবে না ;

(ঝ) সরকারী ডাক-বাংলো, রেষ্ট হাউস, সার্কিট হাউস অথবা কোন সরকারী কার্যালয়কে কোন প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারের স্থান হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না ;

(ঞ) নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহার্য পোষ্টার দেশে তৈরী কাগজে সাদা-কালো রং এর হইতে হইবে এবং উহার আয়তন কোন অবস্থাতেই ২৩"×১৮" এর অধিক হইতে পারিবে না ;

(ট) কোন প্রার্থী একই সংগে একটি ওয়ার্ডে একটির বেশী মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্র (amplifier) ব্যবহার করিতে পারিবেন না এবং উক্ত মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের (amplifier) ব্যবহার দুপুর ২-৩০ ঘটিকা হইতে রাত ৮-০০ ঘটিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে ;

(ঠ) কোন কালি বা রং দ্বারা বা অন্য যে কোনভাবে কোন দেয়াল, দালান, থাম, বাড়িঘরের ছাদ, সেতু, যানবাহন বা অন্য কোন স্থানে প্রচারণামূলক কোন লিখন বা অংকন করা যাইবে না ;

(ড) ট্রাক, বাস, মোটর সাইকেল, কিংবা অন্য কোন যানবাহন সহকারে মিছিল কিংবা মশাল মিছিল বাহির করা যাইবে না ;

(ঢ) কোন প্রার্থী নির্বাচনী প্রচারণাকালে কোন প্রকার তিক্ত, উস্কানীমূলক বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোন বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না।

৭। **সম্পত্তির ক্ষতিসাধন ও শান্তি ভংগ নিষিদ্ধ।**—নির্বাচন উপলক্ষ্যে কোন নাগরিকের জমি, ভবন বা অন্য কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতিসাধন করা যাইবে না এবং গোলযোগ বা উচ্ছৃংখল আচরণ দ্বারা কাহারও শান্তি ভংগ করা যাইবে না।

৮। **যান্ত্রিক যানবাহন চালানো ও অস্ত্র ইত্যাদি বহন নিষিদ্ধ।**—নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি ভোট কেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে বা নির্ধারিত স্থানের মধ্যে মোটর সাইকেল বা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন চালাইবেন না এবং Arms Act, 1878 এর সংজ্ঞায় উল্লেখিত অর্থে firearms বা অন্য কোন arms বহন করিবেন না।

৯। **নির্বাচন প্রভাবমুক্ত রাখা।**—কোন ব্যক্তি অর্থ, অস্ত্র, পেশীশক্তি, স্থানীয় প্রভাব বা সরকারী ক্ষমতার দ্বারা নির্বাচন প্রভাবিত করিবেন না।

১০। **ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার।**—ভোটকেন্দ্রের দায়িত্বে নিয়োজিত নির্বাচনী কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট, ভোটার এবং নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্য কেহ ভোট কেন্দ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

১১। **বিধিমালার বিধান লংঘন বেআইনী আচরণ।**—কোন ব্যক্তি এই বিধিমালার বিধান লংঘন করিলে উহা Union Parishad (Election) Rules, 1983 এর rule 53 মোতাবেক বেআইনী আচরণ (Illegal Practice) হিসাবে গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আব্দুস সামাদ মল্লিক
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

আবদুল মালেক, উপ-নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।